প্রথম আলো

তারিখ ··20 NOV 2016··
পৃষ্ঠা ··১০ কলাম····২····

১৮ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ

শিক্ষার্থীদের নয়, কর্তৃপক্ষকে শাস্তি দিন

দেশের ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করা উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ না থাকায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি উভয়সংকটের জন্ম দিয়েছে। উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কী মানের পড়াশোনা হতে পারে—এটা যেমন একটা গুরুতর প্রশ্ন, তেমনই এটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শেষে সনদই দিতে না পারে, তাহলে সেটা চালু রাখার অর্থ কী? এতে প্রকারান্তরে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, আরও একটা বড় প্রশ্ন হলো, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দায় কেন শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো হবে?

রাষ্ট্রপতির তরফে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করার বিধান আছে। কিন্তু এই ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লিখিত পদাধিকারীদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে সর্বশেষ গত ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওই পদগুলোতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ওই আদেশ মানতে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে মেয়াদোত্তীর্ণ পদাধিকারীদের দ্বারা ওই ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। ইউজিসি বলেছে, ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া আইনের পরিপন্থী।

সমস্যা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সনদে উপাচার্য ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষর থাকার কথা। ইউজিসি এ ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণদের স্বাক্ষরসংবলিত সনদ গ্রহণযোগ্য হবে না বলেছে। কিন্তু যাঁরা ইতিমধ্যে সনদ গ্রহণ করেছেন, সেই শিক্ষার্থীদের কী হবে? কর্তৃপক্ষের গাফিলতির শাস্তি কর্তৃপক্ষকে দিন; কষ্ট, মেধার প্রতিযোগিতা এবং অর্থ ব্যয়ের পর অর্জিত সনদ প্রকারান্তরে বাতিল করে দেওয়া অন্যায়। বরং দ্রুততর সময়ে ভারপ্রাপ্তদের স্থানে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা উচিত। ইউজিসিকে এ ব্যাপারে অবশ্যই কঠোর হতে হবে। তবে ইতিমধ্যে দেওয়া সনদগুলো সংশোধনের সুযোগও খোলা রাখা উচিত।

ইউজিসির অধীন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান অনিয়ম বন্ধ করার ক্ষমতা ইউজিসির আছে। যে ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম মোতাবেক নিয়োগ দেয়নি, তাদের ওপর ইউজিসি নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাদের জরিমানা করা যায় কিংবা বা আরও কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়। কিন্তু এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না, যার ফলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর স্বার্থের দিকটিও মাথায় রাখা উচিত।